চিন্তার অর্কেস্ট্রা

পাঁচ বিশিষ্ট চিন্তকের সঙ্গে আলাপচারিতা

সারোয়ার তুষার

প্র কা শ ন

উৎসর্গ

আব্বা, আম্মা, বড় ফুফু ও
বড় ফুফাকে

কুৎসার জীবন ছোট, কাজের জীবন অনেক বড়।

—দীপেশ চক্রবর্তী

In evaluating the evidence historians should remember that every point of view on reality, in addition to being intrinsically selective and partial, depends on power relations that condition, through the possibility of access to the documentation, the general image that a society leaves of itself. To 'brush history against the grain', as Walter Benjamin urged, one has to learn to read the evidence against the grain, against the intentions of those who had produced it.

—Carlo Ginsburg

It seems to me that the current political task in a society like ours is to criticise the working of institutions that are apparently the most neutral and independent, to criticise these institutions and attack them in such a way that the political violence that exercises itself obscurely through them becomes manifest, so that one can fight against them.

—Michel Foucault

প্রকাশ উপলক্ষে

বর্তমান পুস্তকের অন্তর্গত সাক্ষাৎকারসমূহ গ্রহণের সময়কাল মার্চ ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২২ সাল। অর্থাৎ দেড় বছর ধরে সাক্ষাৎকারগুলো নেয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চিন্তকদের বইপত্র, লেখালেখা আমাকে নিবিড়ভাবে পড়তে হয়েছে, সেখান থেকে কোন কোন বিষয় ধরে আলোচনা এগিয়ে নেব তা নির্ধারণ করতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে, এই জার্নি আমার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রমের এবং আনন্দের ছিল। প্রচ্ছদে উল্লিখিত পাঁচজন বিশিষ্ট চিন্তকের সর্বমোট সাতটি সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। সাধারণত সাক্ষাৎকার যেমন হয়ে থাকে, এই বইয়ের সাক্ষাৎকারসমূহ সম্ভবত তার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের হবে। কারণ যে সমস্ত বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সেইসব বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গিও খানিকটা আঁচ করতে পারবেন বোধকরি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নটা উপলক্ষ মাত্র, প্রশ্নের আগের আলোচনাটাই মূল। তবে স্বীকার করে নেয়া ভালো, জরুরি প্রতিচিন্তা বের করে আনার স্বার্থে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রতাপশালী ডিসকোর্সের পক্ষে আমি ডেভিল'স অ্যাডভোকেসি করেছি। ওইসব ক্ষেত্রে ওই মতগুলোতে আমার আস্থা না থাকলেও মতগুলোর জায়গা থেকে আলাপটা তুলেছি, যেন কার্যকর সমালোচনা উঠে আসে।

তত্ত্ব এই বইয়ে আমার অন্যতম প্রধান মনোযোগের বিষয় হিসেবে থেকেছে। কারণ দুঃখজনক হলেও সত্য, রাজনীতি, অ্যাক্টিভিজম কিংবা এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রেও, বাংলাদেশে, তত্ত্ব প্রশ্নে মোটাদাগে তিন ধরনের অবস্থান দেখা যায়। এক, তত্ত্ববিমুখতা তথা তত্ত্ব করাকে বিলাসিতা এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে পলায়নপরতা হিসেবে বিবেচনা করা। দুই, ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তত্ত্বের ব্যাপারে নিঃসংশয় থাকা এবং সেগুলোর পুনর্তদন্তে অনীহা। তিন, তত্ত্ব যা করা দরকার তা আমরা করে ফেলেছি, এখন কেবল ধর তক্তা মারো পেরেক — এমন মনোভাব। বলা বাহুল্য, এই তিন অবস্থানই ক্ষতিকর। কারণ প্রথম এবং সবচেয়ে যুতসই প্রতিরোধটা

তত্ত্ব থেকেই আসে। প্রায়ই দেখা যায়, যেকোনো ক্ষমতাশীল বিদ্যমানতার যারা বিরোধিতা করছেন, তারা আর তাদের ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষ—উভয়ে একই তাত্ত্বিক প্যারাডাইমে অবস্থান করছেন। কাজেই অধিপতিশীল ক্ষমতার বিরোধিতা করে সেই একই জিনিসে পর্যবসিত হতে না চাইলে সবার আগে দরকার তাত্ত্বিক ভিন্নতা। অবশ্য আপাত ন্যায়সঙ্গত কিংবা বিপ্লবী মতাদর্শের মোড়কে ক্ষমতা চর্চা করতে চাইলে কথা ভিন্ন।

একটা সম্পূর্ণ নতুন তাত্ত্বিক ভাষার জগত—পুরোনো সমস্ত কিছুকে সটান ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নয়, নতুন সচেতনতার সাথে পুরোনো চিন্তাকে হালনাগাদ করে নিয়ে– নির্মাণের চেষ্টা আমার কাছে এই সময়ের সবচেয়ে জরুরি রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তব্য বলে মনে হয়। সে কারণেই তত্ত্ব ও তৎপরতার একটা কার্যকর যুগলবন্দী খুঁজে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টার ছাপ এই বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

এই পুস্তকে পাঁচজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও চিন্তকের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা গড়ে তোলা হয়েছে—তা ইতিমধ্যে উল্লিখিত। যে পাঁচজন তাত্ত্বিকের সাথে আমার আলাপচারিতার সুযোগ ঘটেছে, তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কাজের ক্ষেত্রে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যায়তনিক ও ক্রিটিক্যাল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পরিসরে বহুল পরিচিত-পঠিত। মূলত তাঁদের কাজের এলাকাগুলোর সাথে বাংলাদেশের ভাবুক ও চিন্তাশীল পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয়ার তাড়না এই সাক্ষাৎকারগুলোর অন্যতম অনুঘটক। এছাড়াও আলোচনায় সেইসকল বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশের জনপরিসরের এবং প্রাত্যহিক জনজীবনের জ্বলন্ত বিষয়। আলাপচারিতাটা গড়ে তুলবার সময়ে আমার মূল ঝোঁক ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তবতার প্রতি খেয়াল রাখা। সেটা কতটা করতে পেরেছি বা আদৌ পেরেছি কি না তার বিচারের ভার পাঠকের দরবারে। এ পরিসরে কেবল এইটুকু বলা জরুরি, এই বইয়ের সাক্ষাৎকারসমূহ আমার নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপড়াকে ঝালাই করার ক্ষেত্রে বিপুলভাবে সহায়ক হয়েছে; আশা করি তার কিছু নজির এই বইয়ে পেশ করতে পেরেছি। সংশ্লিষ্ট চিন্তকদের বইপত্র ও লেখাঝোখা পড়তে পড়তে টেক্সট পাঠের কলাকৌশল রপ্ত করার ক্ষেত্রেও একটা জবরদস্ত মহড়া হয়েছে—প্রাপ্তি হিসেবে এর মূল্যও নেহায়েত কম নয়। বইটি পড়ার সময়ে বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দ এই মশহুর চিন্তকদের পাশাপাশি আমাকেও পড়বেন সেই আশাবাদ রাখছি।

সারোয়ার তুষার
ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩

কৃতজ্ঞতা

আমার দৈনন্দিন আনন্দ-বেদনায় যারা অন্তস্থিত সুরের মতো বাজতে থাকেন, তাদের প্রতি আমার অমোচনীয় ঋণ প্রকাশের একটা উপলক্ষ হয়ে উঠল এই বই। প্রথমত, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত কবিরাজ, আদিত্য নিগম ও প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তাঁদের বিপুল কর্মব্যস্ততার মাঝেও তাঁরা আমার জন্য সময় বের করেছেন এবং আলোচনায় সবিস্তারে সংলিপ্ত থেকেছেন। তাদের উদ্যম ও নিষ্ঠায় আমি অভিভূত। দীপেশ চক্রবর্তী, এই সময়ের মধ্যে, তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদার্যগুণে এবং বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম টানের কারণে হয়ে উঠেছেন আমার "দীপেশদা"।

আমার পরিবারের সদস্যরা, আমার বাবা-মা, হিমু ও রাখি আপু, আমার দুলাভাই, জারিফ ও অরিত্রা—যাদের সান্নিধ্য ও সমর্থন ছাড়া আমি নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে করি।

মাই এল্ডার ব্রাদার ফ্রম এনাদার মাদার—আরিফ রেজা মাহমুদ; যিনি আমার লেখক সত্তায় এত গভীরভাবে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন যা ছাড়া আমার নিজেকে লেখক ভাবা হয়ে উঠত না। সহুল আহমদ, তানভীর আকন্দ ও খোইরম রুধির—আমার সকল বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল, বিচলন, সরবতা ও নীরবতার সাক্ষী; আমার দুঃখের দিনের দরদী, সুখের দিনের অংশীদার। প্রাণের মানুষ সেলিম রেজা নিউটন—যার অনুপ্রেরণায় আমি অযাচিত ও অন্যায্য অপমানকে গায়ে মাখিয়েও মনে জমতে না দেয়ার মন্ত্র শিখেছি। শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ ফরহাদ মজহার, বখতিয়ার আহমেদ, আ-আল মামুন, আলতাফ পারভেজ, হেলাল মহিউদ্দীন, সৈয়দ নিজার, আর রাজী, মাহা মির্জা, স্বাধীন সেন ও মোহাম্মদ আজম—যাদের বৌদ্ধিক সান্নিধ্যের ওম জীবনের এক বড় প্রাপ্তি।

পারভেজ আলমের *মদিনা* বইটি প্রকাশিত অবস্থায় না থাকলে আমার নিজের তাত্ত্বিক স্বান্তন্ত্র্য ও মেজাজ সুস্পষ্ট করা আমার জন্য সহজ হতো না। এ সুবাদে

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বই *মদিনা* এবং বইয়ের রচয়িতা পারভেজ আলমের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

রাষ্ট্রচিন্তা ও *রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন*-এ আমার অগ্রজ, বন্ধু ও সহযোদ্ধারা: জনাব হাসনাত কাইয়ূম, হাবিবুর রহমান, রাখাল রাহা, মাহবুবুর রহমান, নাঈমুল ইসলাম নয়ন, রিয়াজ খান, প্রীতম দাশ, রায়হান কবীর, সাধনা মহল, উম্মে হাবীবা, আদীল আমজাদ হোসেন, চারু হক, এহসান, রেজোয়ান, আরিফ খান, হাবিব জুনিয়র, রিবাতুল ইসলাম, তুহিনুর ইসলাম, লিটন কবিরাজ, সিরাজুল ইসলাম মামুন। ফরিদুল হক, ইমরান ইমন, দিদারুল ভূঁইয়া, হাসিবউদ্দিন হোসেনসহ কেলিকেলি সঙ্ঘের সদস্যদের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। *অরাজ নেটওয়ার্ক*-এর বন্ধু পার্থ প্রতীম দাশ ও সুবিনয় মুস্তফী ইরন।

বন্ধু দম্পতি সামান্তা শারমিন ও জাহিদ সবুজকে ধন্যবাদ। আমার প্রবল বিপন্নতার দিনে তারা দুইজন তাদের আন্তরিক দোস্তিতে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বিশেষ করে, শিক্ষার্থীদের কাছে 'মাওলানা' হিসেবে খ্যাত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহিদের প্রতি, তিনি ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে দরদ দিয়ে বইটির প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন।

এছাড়াও ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার নানা কিসিমের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধুদের প্রতি: বাধন অধিকারী, তৈমুর রেজা, টিনা নন্দী, শাহিন খান, সরদার জাহিদ, কাজি তাফসিন, মোহাম্মদ রোমেল, তুহিন খান, মার্কিন প্রবাসী মারুফ ভাই, মার্জিয়া প্রভা, শ্রবণা শফিক দীপ্তি, রাসেল রাজু, লোপা ভৌমিক, অরুন্ধতী ঘোষ, ডালিয়া চাকমা, পুলিন বকসী, অনার্য অমি, সৈকত আমিন, আরিফ রহমান, মুস্তাকিমবিল্লাহ মাসুম, নাফিদা নওরীন, নাহার জান্নাত, এমরান চৌধুরী, নাজমুন্নাহার তুলি, রুদ্র ও মুহিব (রাবি), কাফি মোহাম্মদ তামিম, আহমেদ পারভেজ, ইশতিয়াক আহমেদ রিফাত (বশেমুরবিপ্রবি), সাকলাইন গৌরব ও তক্ষশীলার বন্ধুরা, ইফতেখার রুমি, অনুপম দেবাশীষ রায়, আরিফ সোহেল, শোয়েব আব্দুল্লাহ, নিশাত জাহান নিশা, শুভম ঘোষ, জাহেদুল ইসলাম অপূর্ব, রেহান রুপা, স্নেহা, আফজাল ও আদিত্য পিয়াস (চবি), আতিদ তূর্য ও মোস্তাক আহমেদ (খুবি), হুমায়ুন কবির, জুয়েল শেখ, কবি সাদিক সত্যাপন।

এই বইয়ের সাক্ষাৎকারসমূহ ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ও কলকাতার বিভিন্ন জনপ্রিয় জার্নাল ও চিন্তামূলক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত ত্রৈমাসিক চিন্তামূলক কাগজ *তত্ত্বতালাশ* এর সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মোহাম্মদ আজম এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাব্বির

আজম পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুদীপ্ত কবিরাজের সাক্ষাৎকার দুইটি গুরুত্বের সাথে তাঁদের পত্রিকায় ছেপেছেন। তাদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। শ্রদ্ধেয় অনিল আচার্যের আগ্রহে দুটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *অনুষ্টুপ* পত্রিকায়। এছাড়াও দুটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নালে; এ উপলক্ষে রাষ্ট্রচিন্তার সম্পাদক পর্ষদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। ত্রৈমাসিক *প্রতিচিন্তা*র নির্বাহী সম্পাদক ফারুক ওয়াসিফ আগ্রহের সাথে দীপেশ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারটি ছেপেছেন। *অরাজ নেটওয়ার্ক*-এ ছাপা হয়েছে দুটি সাক্ষাৎকার।

বইটির নাম আমি নিয়েছি সুদীপ্ত কবিরাজের আলোচনা থেকে। বর্তমান বইয়ে যে বিচিত্র জরুরি বিষয়ের দ্বন্দ্ব-সংশ্লেষ, আদান-প্রদান, যোগাযোগ এবং সর্বোপরি সম্মিলন ঘটেছে, তাতে এর চেয়ে মোক্ষম নাম আর হতে পারত না।

পরিশেষে, বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় গ্রন্থিক পরিবারকে সাধুবাদ জানাতে চাই। গ্রন্থিক প্রকাশনি ক্রমশ চিন্তাশীল লেখক-পাঠকের আস্থাভাজন হয়ে উঠছে।

সূচি

‘তত্ত্ব করা’-র মানে সবার আগে নিজেদের ইতিহাসকে তত্ত্বের দিক থেকে বোঝা ।। আদিত্য নিগম ১৫

পশ্চিমা তত্ত্বচিন্তার আলোচনা বা প্রাদেশিকীকরণই আর যথেষ্ট নয়; খোদ তত্ত্বেরই নতুন তত্ত্বায়ন জরুরি ।। প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪

সমাজনীতি অঙ্ক বা ব্যাকরণের মতো নয় যা বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে আবিষ্কার করে রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে জারি করা যায় ।। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৮৯

ক্রিটিক্যাল চিন্তা মানে নিজেদের চিন্তার মধ্যেও বসে থাকা ভুলে যাওয়া ভুলের প্রতিবাদ করা ।। সুদীপ্ত কবিরাজ ১১৫

পুঁজিবাদ কোনো অখণ্ড বা স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন-ব্যবস্থা নয় ।। আদিত্য নিগম ১৮৫

পুঁজি, মানুষ, প্রাণ ও গ্রহ চিন্তার আবর্তনে আমাদের সময় ।। দীপেশ চক্রবর্তী ২২৪

জীববৈচিত্র্যের সাথে মনুষ্য সভ্যতার সম্পর্ক ভাবাই নতুন ইতিহাস চর্চার কাজ ।। দীপেশ চক্রবর্তী ২৪৪

গ্রন্থপঞ্জি ২৫১

‘তত্ত্ব করা’-র মানে সবার আগে নিজেদের ইতিহাসকে তত্ত্বের দিক থেকে বোঝা

— আদিত্য নিগম

দিল্লির প্রথিতযশা বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠান *সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ* (CSDS)-এর ফেলো এবং ভারতীয় চিন্তক আদিত্য নিগমের কাজ সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি ২০২০ সালে। *বোধিচিত্তের* সুবাদে। নিগমের লেখাপত্র বোধিচিত্তের নজরে আনেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বাধীন সেন। *বোধিচিত্ত* এবং শ্রদ্ধেয় স্বাধীন সেনের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

করোনা মহামারির প্রথম ঢেউ আঘাত হানার একেবারে শুরুর দিকেই *Kaflia.online* এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে নিগমের চার-পর্বের প্রবন্ধের কিস্তি। এই চার-পর্বের ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথম দুই কিস্তির আমার করা অনুবাদ প্রকাশিত হয় *বোধিচিত্তে* (আদিত্য ২০২০ক) এবং পরবর্তীতে *অরাজ*-এ (আদিত্য ২০২০খ)। শেষ দুই পর্ব আর অনুবাদ করা হয়ে ওঠেনি। ইন্ডিয়াসহ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশে নিগমের কাজ বহুল সমাদৃত এবং পর্যালোচিত হলেও, আমার বা আমাদের জন্য তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত তাত্ত্বিক। তা সত্ত্বেও, তার প্রবন্ধ অনুবাদ করতে গিয়ে তার কাজ সম্পর্কে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। বিশেষত পুঁজি ও পুঁজিবাদ, তত্ত্ব, সেক্যুলারিজম, মডার্নিটি, সাবলটার্নিটি, উন্নয়ন নিয়ে নিগমের কাজের গভীরতায় বেশ চমৎকৃত হই। ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় তার সর্বশেষ বই *Decolonizing Theory: Thinking across the Traditions*; এই বইটি পড়ে এবং প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে যৌথভাবে নিগমের প্রকল্প “Doing Theory” সম্পর্কে অবগত হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিই আদিত্য নিগমের একটি সাক্ষাৎকার নেব। আদিত্য নিগমের কাছে সেই প্রস্তাব রাখতেই তিনি

সানন্দে রাজি হন। ২০২১ সালের এপ্রিলে এই সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁকে যখন প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছিলাম, দিল্লিতে তখন করোনা মহামারির দরুণ ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এর মধ্যেও নিগম এই সাক্ষাৎকারের জন্য প্রেরিত আমার প্রশ্নগুলোর সাথে লিপ্ত হয়েছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের বিউপনিবেশায়ন নিয়ে নিগম বর্তমানে কাজ করছেন। কেবলমাত্র পশ্চিমা তত্ত্বের চর্চা কিংবা 'অ-পশ্চিমা' সমাজে পশ্চিমের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ক্যাটাগরিসমূহকে সর্বজনীন ধরে নিয়ে তার নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা কিংবা পশ্চিমের 'ক্রিটিক' করাকেই নিগম ও তার সহ-তাত্ত্বিকরা নিজেদের কাজ মনে করেন না। তারা মনে করেন বিভিন্ন চিন্তা ঐতিহ্যের মধ্যে গতায়াতের মাধ্যমে 'অ-পশ্চিমা' সমাজই হতে পারে doing theory তথা "তত্ত্ব করা"র ক্ষেত্র।

তত্ত্ব নাকি অনুশীলন, আগে তত্ত্ব পরে অনুশীলন, অনেক তত্ত্ব হয়েছে এবার অনুশীলনের পালা; এমন নানাবিধ যান্ত্রিকতাকে ছাপিয়ে তারা বলছেন: The point is to change the way we do theory। (Nigam 2020e) "তত্ত্ব করা" প্রকল্পে তারা তত্ত্বকে সমাজে এমনভাবে গ্রথিত করতে চান যেন তত্ত্বকে অনুশীলন থেকে কিংবা অনুশীলনকে তত্ত্ব থেকে আলাদা করে ভাবা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তত্ত্ব নির্মাণের ভিন্ন পদ্ধতিই তারা প্রস্তাব করতে চান। (Banerjee, Nigam & Rakesh 2016)

এছাড়াও নিগম পুঁজির সর্বজনীনতা, গ্লোবায়নের সিলসিলা, 'অ-পশ্চিমা' অভিজ্ঞতায় পুঁজির দার্শনিকতার স্বরূপ উদঘাটন প্রকল্পেও লিপ্ত। শ্রীলংকা, ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিকদের সাথে 'post-national condition' সংক্রান্ত কাজেও নিগমের সক্রিয়তা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের ক্রিটিক্যাল চিন্তার জগতের সাথে আদিত্য নিগমের কাজের পরিচয়ের একটা সূত্রপাত হতে পারে এই সাক্ষাৎকার।